সংবাদ

তারিখ ...18 JUN 2017...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম...৬...

নীতিমালা উপেক্ষা করে বিভিন্ন কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি

আজও ভর্তির আবেদন করা যাবে

রাকিব উদ্দিন

কলেজে ভর্তি নিয়ে শুরু হয়েছে অভিনব প্রতারণা। সরকারের ভর্তি নীতিমালা ২০১৭-১৮ উপেক্ষা করে রাজধানীর অনেক কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে ভর্তি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার কয়েকটি কলেজ পরস্পরের সঙ্গে অনৈতিক যোগসাজশে এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে বাধ্য করছে। এছাড়াও এক কলেজে ভর্তি নিয়ে পরবর্তীতে একই মালিকানাধীন অন্য কলেজে ভর্তি দেখানো হয়, এই ধরনের অনিয়মের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের একটি চক্র সহায় করে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে অভিযুক্ত কলেজগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন। তিনি সংবাদকে বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যে বলে দিয়েছে, ২০ জুনের আগে শিক্ষার্থীদের কলেজে যাওয়ারই প্রয়োজন নেই। তারা অনলাইলে ভর্তি নিশ্চায়ন করে ঘরে বসে থাকবে। কিন্তু কোন শিক্ষার্থী যদি ভর্তি হয়ে থাকে, বা কেউ যদি ভর্তি নিয়ে থাকে-দুটিই অপরাধ।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী, ২০ থেকে ২২ জুন প্রথম পর্যায় এবং ২৮ থেকে ২৯ জুন দ্বিতীয় পর্যায় একাদশ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে কলেজগুলো। ১ জুলাই ক্লাস শুরু হবে। কিন্তু রাজধানীর বেশকিছু কলেজের বিরুদ্ধে সর্বশেষ বা ভর্তির তৃতীয় মেধা তালিকা প্রকাশের (১৮জুন) আগেই জিন্মি করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঢাকা বোর্ডের বিভিন্ন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বিভিন্ন : কলেজে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কলেজ পরিদর্শক জানান, 'ভর্তি প্রতারণা সম্পর্কে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সজাগ থাকতে হবে। প্রতারণার কারণে আমরা অতীতে বিভিন্ন কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। অনেক কলেজ বন্ধ করেছি। তবে কোন কলেজে কত আসন রয়েছে তা বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেখা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখন থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে।'

আবেদনের বৃদ্ধি : এদিকে মাইগ্রেশন আবেদন, নতুন আবেদন ও ইতোমধ্যে মনোনীতদের নিশ্চায়ন বাতিলসহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় আবেদন আজ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত করা যাবে। এমনকি যেসব শিক্ষার্থী এখনও ভর্তির আবেদন করেনি তারা এই সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবে।

ভর্তি প্রতারণা : ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঢাকার মাইলস্টোন কলেজে (ইআইআই নম্বর-১০৮৫৭২) ইতোমধ্যে প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। একই মালিকদের 'মাইলস্টোন কলেজ উত্তরা'য়ও (ইআইআই নম্বর- ১৩-৬৮৫৪৪) শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। ক্যামব্রিয়ান কলেজেও পাচঁ শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে বলে বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

মাইলস্টোন কলেজ ও মাইলস্টোন কলেজ উত্তরা- প্রায় একই নামে দুটি কলেজ কিভাবে অনুমোদন পেল, সে সম্পর্কে জানতে চাইলে ড. আশফাকুস সালেহীন বলেন, 'হয়তো দুটি কলেজের মালিক একই। একাডেমিক ভবন ভিন্ন হতে পারে।'

পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়মের কারণে দু'বছর আগে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এসএসসি, এইচএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র বাতিল করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।

এছাড়াও মেগা সিটি কলেজ, লাইট হাউজ ক্যারিয়ার কলেজ, দ্যা ব্রিলিয়ান্ট কলেজ, যাত্রাবাড়ীর ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে ভর্তি নীতিমালা উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীদের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নেয়া হচ্ছে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

উত্তরার বাসিন্ধা কাজী আলম সংবাদকে বলেন, 'আমার মেয়ে কাজী সিনথিয়া দু'বছর মাইলস্টোন কলেজে পড়েছে, বেতন পরিশোধ করেছে। কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের আগে হঠাৎ দেখা যায়, তার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে মেগা সিটি কলেজের নামে। সময় স্বল্পতার কারণে আমি এর কোন প্রতিবাদ করতে পারিনি।'

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার বালুয়াকান্দি ড. এ আব্দুল গাফফার স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন অভিভাবক সংবাদকে জানান, 'এই স্কুলসহ গজারিয়া এলাকার অন্যান্য স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করা শিক্ষার্থীদের রোল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংগ্রহ করে তাদের না জানিয়েই ওইসব শিক্ষার্থীর ভর্তির আবেদন অনলাইনে করে এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষক। এতে ভর্তির প্রথম পর্যায়ের ফল প্রকাশের পর দেখা গেছে, সকল শিক্ষার্থীকেই আব্দুল গাফফার স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীত করা হয়েছে।'

এসব ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহবুবুর রহমান সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষার্থীরা ভর্তির নিশ্চায়ন করেছে, কিন্তু তাদের ২০ জুনের আগে ভর্তির সুযোগ নেই।

কিন্তু আমাদের কাছে তথ্য আছে, ভর্তি নিশ্চায়নের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাইলস্টোন, ক্যামব্রিয়ান ও মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজসহ অনেক প্রতিষ্ঠানই ভর্তি করাচ্ছেন। এটা চলতে পারে না। তবে সমস্যা হচ্ছে আমাদের কাছে কেউ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দেয় না। অভিযোগ পেলে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।'